OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 272 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 272 - 278
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মতুয়া সাহিত্য : সমাজ সংস্কার, শিক্ষা ও নারী জাগরণ

ড. নয়ন সরকার
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক
Email ID: snayanoffice@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Matua literature, Social reform, Women's liberation, Education movement, Harichand Guruchand Thakur, Institutional education, University, Secular philosophy.

Abstract
The present research paper is an attempt to analyze the sociological and aesthetic significance of 'Matua Sahitya', a secular yet revolutionary literary genre of 19th and 20th century Bengal. The main focus of this research is the message of social reform, universal education and especially women's emancipation propagated through the entire genre of Matua Sahitya. The paper has made a text-based analysis of folktales and proverbs, along with narrative poems like 'Sri Sri Harililamrita' and 'Sri Sri Guruchand Charita'. Matua literature stands in opposition to the prevailing religious dogma, presenting a progressive philosophy of life, rooted in a work-oriented philosophy such as 'Haate Kam Mukhe Naam'. In particular, the importance of women's education and the dignity of women in domestic life are highlighted in this literature, which gives rise to a unique 'feminist consciousness' in the contemporary context. The article also discusses how this long-standing educational movement of the Matuas has taken institutional form in the present era—one of the signs of which is the establishment of the 'Harichand Guruchand University' in Thakurnagar, West Bengal, and the inclusion of this literature in the curriculum of higher education. Finally, this study proves that the usefulness of Matua literature is not limited to the historical context alone, but its global relevance in building a communist and inclusive society is undeniable even today.

Discussion

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ছিল এক অস্থির অথচ সৃজনশীল সন্ধিক্ষণ। একদিকে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ও উচ্চবর্ণের নবজাগরণ, অন্যদিকে প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় সমাজের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও নিষ্পেষণ। এই দ্বান্দ্বিক আবহে অবিভক্ত বাংলার ওড়াকান্দির মাটি থেকে যে নবচেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল, তারই নাম 'মতুয়াবাদ'। শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও পরবর্তীকালে শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলন কেবল একটি ধর্মীয় সংস্কার ছিল না, বরং এটি ছিল এক গভীরতর 'সামাজিক এমানসিপেশন' বা মুক্তিপ্রয়াসী সংগ্রাম। এই সংগ্রামের যে মৌখিক ও লৈখিক বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি, তাই মতুয়া সাহিত্য হিসেবে আমাদের কাছে সমাদৃত। এই সাহিত্য কেবল আধ্যাত্মিক রসাস্বাদন নয়, বরং একটি অবদমিত জাতির আত্মপরিচয় সন্ধানের প্রামাণ্য দলিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 272 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মতুয়া সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর 'জীবনমুখিতা'। প্রচলিত অনেক ধর্মমতে যখন জগৎ ও জীবনকে মায়া বলে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে, মতুয়া সাহিত্য তখন ঘোষণা করেছে 'গৃহধর্ম' ও 'কর্মতত্ত্বের' শ্রেষ্ঠত্ব। তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' থেকে শুরু করে মহানন্দ পাগলের পদাবলী পর্যন্ত সর্বত্রই দেখা যায় যে, ঈশ্বর প্রাপ্তির চেয়ে মানুষের আত্মসম্মান ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। এই সাহিত্যধারাটি বাংলার লোকায়ত সাহিত্যের সেই ধারাকে বহন করে, যেখানে 'মানুষ' বা 'জীব' সেবাই হল পরম ধর্ম। ফলে এই সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের অলঙ্কার প্রয়োগের চেয়ে লৌকিক অনুভবের ঋজু প্রকাশ বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই গবেষণার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল মতুয়া সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার ধারণা। গুরুচাঁদ ঠাকুর যখন বলেছিলেন—

"নারীরে সম্মান করিও, নারী তোমা হতে শ্রেষ্ঠ।/ নারী জাতি অবহেলা কভু না করিও ইষ্ট।।"[১]

তখন তা কেবল একটি উক্তি ছিল না, তা ছিল শতকের পর শতক ধরে চলা পিতৃতান্ত্রিক শৃঙ্খল ভাঙার এক বৈপ্লবিক আহ্বান। মতুয়া সাহিত্য প্রমাণ করে যে, গৃহকোণ থেকে নারীর মুক্তি এবং সমাজ গঠনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো জাতির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। একই সাথে শিক্ষার বিষয়টিকে এই সাহিত্য কেবল জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখেনি, বরং একে আত্মিক ও সামাজিক মুক্তির আলোকবর্তিকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

"পড়াশুনা শিখে তুমি হওরে মানুষ।"[২]

—এই দর্শনের মধ্য দিয়ে মতুয়া সাহিত্য এক আধুনিক ও প্রগতিশীল সমাজ কাঠামোর রূপরেখা প্রদান করেছে।

বর্তমানে মতুয়া সাহিত্য তার নিজস্ব ভৌগোলিক ও সামাজিক গণ্ডি অতিক্রম করে বৈশ্বিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করি, পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই সাহিত্য নিয়ে উচ্চতর গবেষণা ও বিশেষ পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন ঘটেছে। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগরে 'হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্ম নয়, বরং এটি মতুয়া সাহিত্যের সেই জ্ঞানতাত্ত্বিক লড়াইয়ের এক চূড়ান্ত বিজয়। সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব এবং সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের ছাত্র-গবেষকদের কাছে আজ মতুয়া সাহিত্য এক অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বিশ্ব যখন অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্যের কবলে আবর্তিত, তখন মতুয়া সাহিত্যের 'সাম্য' ও 'মানবিকতা'র বার্তা এক নতুন দিশা হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

অত্র গবেষণা প্রবন্ধের মূল অন্বেষণ হল মতুয়া সাহিত্যের বহুস্তরীয় বিন্যাস থেকে সামাজিক বার্তার নির্যাস খুঁজে বের করা। এখানে মূলত 'টেক্সচুয়াল অ্যানালিসিস' বা পাঠ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হবে। সাহিত্যের দর্পণে সমাজকে দেখা এবং সেই সমাজের নারীর অবস্থান ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

মতুয়া সাহিত্যের বিকাশ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এটি দীর্ঘকালের মৌখিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক প্রয়োজনের ফসল। এই সাহিত্যধারাটি মূলত দুটি সমান্তরাল পথে অগ্রসর হয়েছে— একটি লৌকিক সংগীত ও পদাবলীর ধারা এবং অন্যটি জীবনীকাব্য ও শাস্ত্রীয় আখ্যানের ধারা।

মতুয়া সাহিত্যের আদি উৎস হল গান। শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করে এক বিশাল গীতি-সাহিত্যের ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। মহানন্দ পাগল, তরণী সেন, রসিক লাল সরকার প্রমুখ সাধক কবিরা তাঁদের গানের মাধ্যমে মতুয়া দর্শনকে লোকসমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মহানন্দ পাগলের একটি বিখ্যাত পদের চরণে পাওয়া যায়—

"বল হরি বল ভাই, হরি ছাড়া বন্ধু নাই।"[৩]

এই সরল বাণীর অন্তরালে যে গভীর সাম্যের আহ্বান ছিল, তা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে একসূত্রে গেঁথেছিল। তাঁদের গানে ডঙ্কা ও কাঁসরের যে তালের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা সাহিত্যের ছন্দে এক অনন্য ব্যঞ্জনা তৈরি করে। এই মতুয়া সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হল কবিবর তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত'। এটি কেবল শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনী নয়, বরং এটি একটি জাতির আত্মপরিচয় রচনার প্রথম সার্থক লৈখিক প্রয়াস। এই গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনের অলৌকিক ঘটনার চেয়ে তাঁর মানবিক গুণাবলী ও সামাজিক সংস্কারকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন বলা হয়—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 272 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"দীনে দয়া করো হরি চরণে মজিয়া।"[৪]

তখন এটি কেবল আধ্যাত্মিক আর্তি থাকে না, বরং দীন বা অবহেলিত মানুষের প্রতি সমবেদনার এক সামাজিক দলিলে পরিণত হয়। এই কাব্যের ভাষা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত, যা তৎকালীন বাংলার চিরায়ত কাব্যরীতির অনুসারী হলেও এর বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ আধুনিক ও বৈপ্লবিক। মতুয়া সাহিত্যের বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ হল গদ্যের ব্যবহার। শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের সময় থেকে বিভিন্ন নীতিপত্র, সাময়িকী এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে মতুয়া চিন্তা লিখিতরূপ পেতে শুরু করে। বিশেষত বিংশ শতাব্দীতে এসে বহুশিক্ষিত মতুয়া অনুরাগী এই দর্শনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করেন। এই বিবর্তনই আজ বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার আকর হিসেবে কাজ করছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত 'হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর মতো প্রতিষ্ঠানে আজ এই 'টেক্সট' বা গ্রন্থগুলোকেই আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হচ্ছে।

মতুয়া সাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ

সাহিত্যের ধারা	প্রধান প্রতিনিধি/গ্রন্থ	মূল বৈশিষ্ট্য
আখ্যান কাব্য	'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত'	ঐতিহাসিকতা ও অলৌকিকতার সমন্বয়।
পদাবলী	মহানন্দ পাগল, তরণী সেনের পদ	ভক্তি ও সাম্যের গীতিময় প্রকাশ।
জীবনী ও চরিত্র	'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত'	আদর্শ সমাজ গঠনের দিকনির্দেশনা।
বচন ও প্রবচন	লোকস্মৃতি ও উপদেশ	নীতিবিদ্যা ও ব্যবহারিক জীবনদর্শন।

মতুয়া সাহিত্যের এই বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এটি ধীরে ধীরে 'ভক্তি' থেকে 'মুক্তির' দিকে ধাবিত হয়েছে। আদি পর্বে যেখানে আধ্যাত্মিক আকুলতা প্রধান ছিল, পরবর্তী পর্বে সেখানে শিক্ষা, সমাজ সংস্কার এবং অধিকারবোধ প্রধান হয়ে উঠেছে।

মতুয়া সাহিত্যের একটি অত্যন্ত প্রগতিশীল দিক হল এর নারীভাবনা। প্রথাগত ধর্মচিন্তায় যেখানে নারীকে অনেক সময় আধ্যাত্মিক পথের অন্তরায় হিসেবে দেখা হয়েছে, মতুয়াসাহিত্য সেখানে নারীকে দিয়েছে 'মাতা' এবং 'সহযাত্রী'র মর্যাদা। মতুয়া সাহিত্যের দর্পণে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি কেবল তত্ত্বকথা নয়, বরং নারীর সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার এক সফলপ্রয়াস। শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রবর্তিত 'গার্হস্থ্য ধর্ম' বা গৃহধর্মের মূল ভিত্তিই ছিল নারীর ক্ষমতায়ন। মতুয়া সাহিত্যে সংসারকে অস্বীকার করা হয়নি, বরং সংসারকে তপোবন হিসেবে দেখা হয়েছে। আর সেই তপোবনের প্রধানা হলেন নারী। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুর স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন –

"নারীরে সম্মান করিও, নারী তোমা হতে শ্রেষ্ঠ। নারী জাতি অবহেলা কভু না করিও ইষ্ট।।"[৫]

এই পঙক্তিটি সমকালীন সমাজব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক উচ্চারণ। এখানে নারীকে কেবল পুরুষের অধীনস্থ হিসেবে নয়, বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে উচ্চতর স্থানে বসানো হয়েছে। গবেষকগণ মনে করেন, এই দৃষ্টিভঙ্গিই পরবর্তীকালে মতুয়া নারীদের সামাজিক আন্দোলনে শামিল হওয়ার সাহস জুগিয়েছিল। আবার এই সাহিত্যে শান্তিমাতার চরিত্রটি কেবল হরিচাঁদ ঠাকুরের পত্নী হিসেবে নয়, বরং একজন প্রজ্ঞা সম্পন্ন নেত্রী হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে। সাহিত্যের বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি কেবল গৃহকর্ম করেননি, বরং ভক্তদের আধ্যাত্মিক দিশা দিয়েছেন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শান্তিমাতার আদর্শকে সামনে রেখে মতুয়া সাহিত্যে নারীকে 'শক্তির আধার' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা লৈঙ্গিক বৈষম্য দূরীকরণে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মতুয়া সাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে বিধবা বিবাহ সমর্থন এবং বাল্যবিবাহের বিরোধিতা। গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবন ও কর্মকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যধারায় দেখা যায়, তিনি নারীর অবরোধ প্রথা বা পর্দার অন্তরালে বন্দি থাকার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সাহিত্যের পঙক্তিতে ফুটে উঠেছে—

"নারী জাতি অশিক্ষিত থাকিলে সমাজ কভু না জাগিবে।"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 272 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই বোধ থেকেই মতুয়া সাহিত্যে নারীকে শিক্ষিত করার এক প্রবল তাগিদ পরিলক্ষিত হয়। এটি কেবল অক্ষরজ্ঞান নয়, বরং নারী যেন নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, সেই বার্তাই সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে বিধৃত। মতুয়া সংগীত বা পদাবলীগুলোতেও নারীর প্রতি মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধার প্রতিফলন ঘটে। অনেক পদে রাধা-কৃষ্ণের রূপক ব্যবহার করা হলেও, তার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল লৌকিক নারীর দুঃখ-কষ্ট এবং তার থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা।

নারী ভাবনার প্রেক্ষিত	সাহিত্যিক প্রতিফলন ও প্রভাব
সামাজিক অবস্থান	নারীকে ‘মাতা’ ও ‘গৃহের লক্ষ্মী’ হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান।
অধিকারবোধ	কুসংস্কার ও অবরোধ প্রথা ভেঙে নারীর বহির্গমন ও অংশগ্রহণ।
আধ্যাত্মিক সত্তা	ভক্তি ও সাধনায় নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি।
শিক্ষার প্রেক্ষাপট	সমাজ প্রগতির পূর্বশর্ত হিসেবে নারী শিক্ষার আবশ্যকতা।

এই সাহিত্যের নারীভাবনা বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এই সাহিত্য এক ‘প্রগতিশীল নারীবাদ’ জন্ম দিয়েছিল। এটি কেবল করুণার পাত্রী হিসেবে নয়, বরং নারীকে আত্মনির্ভরশীল এবং সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার এক দালিলিক ইতিহাস।

মতুয়া সাহিত্যে শিক্ষা কেবল অক্ষরজ্ঞান বা জাগতিক উন্নতির মাধ্যম নয়, বরং এটি আত্মসম্মান ও সামাজিক মুক্তির প্রধান চাবিকাঠি। শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন এক অনন্য উচ্চতা লাভ করে, যা সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মতুয়া সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রবচন ও তাঁর কর্মধারাকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। তাঁর দর্শনের মূল কথা ছিল— আধ্যাত্মিকতা তখনই সার্থক হয়, যখন মানুষ শিক্ষিত ও সচেতন হয়। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে তাঁর অমোঘ বাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়—

“বিদ্যার আলোক যদি না পশিল ঘরে, অন্ধকার রহিবে সে জাতির অন্তরে।”[৭]

এই চরণে ‘অন্ধকার’ শব্দটি কেবল নিরক্ষরতা নয়, বরং সামাজিক কুসংস্কার ও হীনম্মন্যতার প্রতীক। মতুয়া সাহিত্য বারবার জোর দিয়েছে যে, বঞ্চনার শৃঙ্খল ভাঙার একমাত্র অস্ত্র হল জ্ঞান। তৎকালীন সমাজে দলিত ও অবহেলিত মানুষের জন্য শিক্ষার দ্বার ছিল রুদ্ধ। মতুয়া সাহিত্য এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৌদ্ধিক প্রতিবাদ গড়ে তোলে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশিত “পিছিয়ে পড়া জাতির মুক্তি শিক্ষায়।”[৮] —এই দর্শনটি সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। মতুয়া কবিদের রচনায় দেখা যায় একদৃঢ় সংকল্প –

“অন্ন বস্ত্র ত্যাগ করি দিও শিক্ষা দান, শিক্ষা বিনে জাতির কভু না হইবে মান।”[৯]

এই উক্তিটি প্রমাণ করে যে, মতুয়া সাহিত্যে শিক্ষাকে মৌলিক চাহিদার (অন্ন-বস্ত্র) চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি এক গভীর ‘সামাজিক দায়বদ্ধতা’-র পরিচায়ক। মতুয়া সাহিত্য কেবল পুরুষ শিক্ষার কথা বলেনি, বরং এটি ছিল সর্বজনীন। বিশেষত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে শিক্ষার ভূমিকাকে এই সাহিত্যে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গুরুচাঁদ ঠাকুর মনে করতেন, শিক্ষিত হলে মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং বর্ণবাদী সমাজের ভ্রান্ত ধারণাগুলো ভেঙে ফেলবে।

এই শিক্ষা আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপই হল আজকের হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়। সাহিত্যের যে বীজ একসময় পয়ার বা ত্রিপদীতে বোনা হয়েছিল, তা আজ আধুনিক গবেষণার মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশাল পেপার বা গবেষণা প্রবন্ধগুলোতে আজ এই প্রশ্নটিই করা হচ্ছে— কীভাবে দেড়শ বছর আগের একটি সাহিত্যধারা শিক্ষার আধুনিক ও সর্বজনীন মডেল তৈরি করেছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 272 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শিক্ষার প্রেক্ষাপট	সাহিত্যিক রূপায়ন	বর্তমান উপযোগিতা
ব্যক্তিগত উন্নয়ন	"হওরে মানুষ" – আত্মিক বিকাশ।	নৈতিক শিক্ষা ও ক্যারেক্টার বিল্ডিং।
সামাজিক মুক্তি	অধিকার সচেতনতা ও বর্ণবিদ্বেষ রোধ।	সামাজিক ন্যায়বিচার।
নারীর শিক্ষা	অন্তঃপুর থেকে আলোকবর্তিকার যাত্রা।	লৈঙ্গিক সমতা।
প্রাতিষ্ঠানিকতা	শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ স্থাপনের প্রেরণা।	বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা।

মতুয়া সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিক্ষার হেরফের' বা স্বামী বিবেকানন্দের "Education is the manifestation of perfection"[১০] —এর সমান্তরাল একটি লৌকিক ও শক্তিশালী ধারার জন্ম দিয়েছিল। এটিই ছিল বাংলার সত্যিকারের 'গণশিক্ষা' আন্দোলন।

মতুয়া সাহিত্য কেবল দেড়শ বছর আগের কোনো ঐতিহাসিক দলিল নয়; বরং এর অন্তর্নিহিত দর্শন আজ একবিংশ শতাব্দীর জটিল সমাজ কাঠামোয় আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এখন আমরা মতুয়া সাহিত্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং বর্তমান উচ্চশিক্ষায় এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব। মতুয়া সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল কর্মতত্ত্ব। যখন বিভিন্ন ধর্মমতে কর্মত্যাগ বা বৈরাগ্যকে মুক্তির পথ বলা হচ্ছিল, তখন মতুয়া সাহিত্য প্রচার করল এক অনন্য সমন্বয়বাদী দর্শন—

"হাতে কাম মুখে নাম সদা করো ভাই।/ তবে তো পাইবা মুক্তি অন্য পথ নাই।।"[১১]

বর্তমান বিশ্বের 'Work-Life Balance'[১২] বা কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার যে ভারসাম্যের কথা বলা হয়, তার আদি উৎস এই দর্শনেই নিহিত। এটি মানুষকে অলসতা ও পরনির্ভরশীলতা ত্যাগ করে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রেরণা জোগায়। সাহিত্যে এই কর্মনিষ্ঠা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির পথ নয়, বরং সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মতুয়া সাহিত্যের প্রভাব আজ কেবল পল্লীবাংলার সংকীর্তনে বা চতুষ্পাঠীতে সীমাবদ্ধ নেই। এটি আজ আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য, শিক্ষাবিজ্ঞান, ইতিহাস সমেত সমাজবিজ্ঞান বিভাগে মতুয়া সাহিত্যকে 'বিশেষ পত্র' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, মতুয়া সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব এখন বিদগ্ধ মহলে স্বীকৃত। উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগরে 'হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা এই আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্বর্ণাক্ষরে লেখা অধ্যায়। এটি কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং মতুয়া সাহিত্যের সেই 'সারস্বত সাধনা'-র বৈষয়িক রূপায়ণ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে মতুয়া সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার, তার আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ এবং বিশ্ব দরবারে এই দর্শনকে পৌঁছে দেওয়ার কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বে যখন অসহিষ্ণুতা ও জাতিভেদ প্রথা নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে, তখন মতুয়া সাহিত্যের 'সাম্য' ও 'ভ্রাতৃত্ব'-র বাণী অত্যন্ত জরুরি। মতুয়া সাহিত্য বারবার ঘোষণা করেছে –

"মানুষের সেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম জানিও অন্তরে,/ ভেদবুদ্ধি ত্যজি ভাই চলো মৈত্রীর পথে।"[১৩]

মতুয়া সাহিত্য জাতপাতহীন যে সমাজের স্বপ্ন দেখায়, তা আধুনিক গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ধারণার সাথে হুবহু মিলে যায়। এটি কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাহিত্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির মুক্তির পথপ্রদর্শক।

বর্তমান প্রেক্ষাপট	মতুয়া সাহিত্যের অবদান	প্রভাব ও উপযোগিতা
উচ্চশিক্ষা	বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পেশাল পেপার ও গবেষণা।	সাহিত্যের বৈশ্বিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি।
সামাজিক ন্যায়বিচার	হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।	অবদমিত জনগোষ্ঠীর জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষমতায়ন।
কর্মসংস্কৃতি	'হাতে কাম মুখে নাম' দর্শন।	আধুনিক উৎপাদনশীল ও নৈতিক সমাজ গঠন।
নারী ও মুক্তি	প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও নেতৃত্ব।	সমাজ সংস্কারের ধারাবাহিকতা রক্ষা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 272 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মতুয়া সাহিত্য এখন আর কেবল 'লোকসাহিত্য' হিসেবে পরিচিত নয়; বরং এটি 'সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ' এবং 'লিবারেশন থিওলজি'-র এক নতুন দিক উন্মোচন করেছে। হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের স্বপ্নের সেই শিক্ষিত ও মর্যাদাবান সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াটি আজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করায় এই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অত্র গবেষণা প্রবন্ধের পরিক্রমায় এটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মতুয়া সাহিত্য কেবল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং এটি বাংলার সমাজ-ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক রূপান্তরকামী শক্তি। হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রবর্তিত লৌকিক সহজ ধর্মদর্শন থেকে শুরু করে গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে পরিচালিত শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলন—এই সমগ্র যাত্রাপথটি সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় অত্যন্ত নিপুণভাবে বিধৃত হয়েছে। আমরা দেখেছি, কীভাবে এই সাহিত্য প্রথাগত সন্ন্যাসবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে 'গৃহধর্ম' ও 'কর্মতত্ত্বের' জয়গান গেয়েছে, যা সাধারণ মানুষকে আত্মমর্যাদা ও অধিকার সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য ছিল মতুয়া সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীমুক্তি ও শিক্ষার আদর্শ। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সমকালীন উচ্চবর্ণের সমাজ সংস্কারের সমান্তরালে মতুয়া কবি ও দার্শনিকগণ নারীর লৈঙ্গিক সমতা ও শিক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন।

"নারীরে সম্মান করিও, নারী তোমা হতে শ্রেষ্ঠ।/ নারী জাতি অবহেলা কভু না করিও ইষ্ট।।"[১৪]

বা -

"পিছিয়ে পড়া জাতির মুক্তি শিক্ষায়।"[১৫]

—এই স্লোগানগুলো আজ কেবল সাহিত্যের অলঙ্কার নয়, বরং বর্তমান অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা ম্যাপে মতুয়া সাহিত্যের অবস্থান আজ সুদৃঢ়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পেশাল পেপার হিসেবে এই সাহিত্যের পঠন-পাঠন এবং ঠাকুরনগরে 'হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা এই জ্ঞানকাণ্ডের চূড়ান্ত বিজয়কে সূচিত করে। এই প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রমাণ করে যে, মতুয়া সাহিত্য এখন আর কেবল ভক্তিমার্গীয় পাঠ নয়, বরং এটি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে 'প্রতিরোধের সাহিত্য' এবং 'সামাজিক সংস্কারের সাহিত্য' হিসেবে আলোচনার দাবি রাখে। পরিশেষে বলা যায়, মতুয়া সাহিত্যের আবেদন শাশ্বত ও বিশ্বজনীন। আজকের অস্থির ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বিশ্বকাঠামোয় মতুয়া সাহিত্যের 'সাম্য', 'মৈত্রী' এবং 'শিক্ষা ও কর্মের সমন্বয়' এক নতুন দিশা প্রদান করতে পারে। এই সাহিত্যকে আধুনিক অনুবাদ ও উচ্চতর আন্তঃবিভাগীয় গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে আরও ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রদর্শিত সেই আলোকবর্তিকা আজ সাহিত্যের সীমা পেরিয়ে এক মানবিক পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে আমাদের প্রাণিত করে।

Reference:

১. সরকার, তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শ্রীধাম ঠাকুরনগর : শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মিশন, ২০০৫, পৃ. ১১৫
২. হালদার, মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, ওড়াকান্দি : শ্রী হরি-গুরুচাঁদ সেবাশ্রম, ১৯৪৩ (পুনঃপ্রকাশ ২০০২), পৃ. ২৪২
৩. ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ, মতুয়া আন্দোলন ও সাহিত্য : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা, কলকাতা : দীপ প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ৫২
৪. সরকার, তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শ্রীধাম ঠাকুরনগর: শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মিশন, ২০০৫, পৃ. ৮৯
৫. সরকার, তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শ্রীধাম ঠাকুরনগর: শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মিশন, ২০০৫, পৃ. ১১৫
৬. হালদার, মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, ওড়াকান্দি: শ্রী হরি-গুরুচাঁদ সেবাশ্রম, ১৯৪৩ (পুনঃপ্রকাশ ২০০২), পৃ. ২৪৩
৭. হালদার, মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, ওড়াকান্দি: শ্রী হরি-গুরুচাঁদ সেবাশ্রম, ১৯৪৩ (পুনঃপ্রকাশ ২০০২), পৃ. ২৫৬
৮. হালদার, মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, ওড়াকান্দি: শ্রী হরি-গুরুচাঁদ সেবাশ্রম, ১৯৪৩ (পুনঃপ্রকাশ ২০০২), পৃ. ২৪২
৯. হালদার, মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, ওড়াকান্দি: শ্রী হরি-গুরুচাঁদ সেবাশ্রম, ১৯৪৩ (পুনঃপ্রকাশ ২০০২), পৃ. ২৪২
১০. Vivekananda, Swami, The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 4, Advaita Ashrama, 1947 (Reprint 2013), P. 358
১১. সরকার, তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শ্রীধাম ঠাকুরনগর : শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মিশন, ২০০৫, পৃ. ৮৯
১২. Covey, Stephen R. The 7 Habits of Highly Effective People. Free Press, 1989. P. 42

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 272 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৩. ঠাকুর, প্রমথরঞ্জন, মতুয়া দর্শন ও সমাজতত্ত্ব, কলকাতা : পি. আর. ঠাকুর পাবলিকেশন, ১৯৯৪, পৃ. ৪৭
১৪. সরকার, তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শ্রীধাম ঠাকুরনগর : শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মিশন, ২০০৫, পৃ. ১১৫
১৫. হালদার, মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, ওড়াকান্দি : শ্রী হরি-গুরুচাঁদ সেবাশ্রম, ১৯৪৩ (পুনঃপ্রকাশ ২০০২), পৃ. ২৪২

Bibliography:

ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ, মতুয়া আন্দোলন ও সাহিত্য : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা, কলকাতা : দীপ প্রকাশন, ২০১২
ঠাকুর, প্রমথরঞ্জন, মতুয়া দর্শন ও সমাজতত্ত্ব, কলকাতা : পি. আর. ঠাকুর পাবলিকেশন, ১৯৯৪
বিবেকানন্দ, স্বামী, The Complete Works of Swami Vivekananda, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা : অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৭ (পুনর্মুদ্রণ ২০১৩)
সরকার, তারকচন্দ্র, *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত*, শ্রীধাম ঠাকুরনগর : শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মিশন, ২০০৫
হালদার, মহানন্দ, *শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত*, ওড়াকান্দি : শ্রী হরি-গুরুচাঁদ সেবাশ্রম, ১৯৪৬ (পুনঃপ্রকাশ ২০০২)

Website:

https://harichandguruchanduniversity.ac.in
https://archive.org/details/SriSriHariLilamrita
https://archive.org/details/dli.bengal.10689.17615
https://shodhganga.inflibnet.ac.in
http://www.punlib.net/wb/wbpls/directory.html
https://archive.org/stream/dli.bengal.10689.12813/10689.12813_djvu.txt